দৈনিক
ইনকিলাব

তারিখ … 16 MAR 2009 …
পৃষ্ঠা … ২ … কলাম … ২ …

অস্থিতিশীল হচ্ছে শিক্ষাঙ্গন

ছাত্র সংগঠনগুলোর পরস্পরবিরোধী মনোভাব : অভ্যন্তরী কোন্দল : দখল পাল্টা দখল : রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ

শাহজাহান শুভ

ছাত্র সংগঠনগুলোর পরস্পরবিরোধী মনোভাব, অভ্যন্তরীণ কোন্দল, দখল-পাল্টা দখলসহ নানা কারণে চরম অস্থিতিশীল হয়ে উঠেছে দেশের উচ্চতর বিভিন্ন শিক্ষাঙ্গন। বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দল, ছাত্রলীগ-ছাত্রশিবির, ছাত্রলীগ-ছাত্রদলের মধ্যে একাধিক রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। গত শুক্রবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভয়াবহ সংঘর্ষে শিবির নেতা শরীফুজ্জামান নোমানী নিহত হওয়ার পর পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়সহ দেশের প্রায় সবক'টি বড় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে চরম উত্তেজনা দেখা দিয়েছে। চট্টগ্রাম, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজগুলোতে মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবির। যে কোন সময় আরো ভয়াবহ সংঘর্ষের আশংকা করছেন সংশ্লিষ্টরা। ক্ষমতার পালাবদলের পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের হাতে প্রায়ই প্রহৃত হচ্ছে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মীরা। এসব ঘটনার প্রতিবাদে এবং আবাসিক হলে সহাবস্থানসহ ৬ দফা দাবিতে লাগাতার কর্মসূচি পালন করছে ছাত্রদল। ২৯ মার্চের মধ্যে দাবি না মানলে লাগাতার ছাত্র ধর্মঘটের হুমকি দিয়েছে সংগঠনটি। ঢাকা পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে শনিবার রাতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের পৃঃ ২ কঃ ২

অস্থিতিশীল হচ্ছে শিক্ষাঙ্গন

প্রথম পৃষ্ঠার পর

সংঘর্ষে ৩০ জন আহত হয়েছে। ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা কলেজে ভর্তি বাণিজ্য নিয়ে তুলকালাম চলছে। শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে ভিসি নিয়োগ নিয়ে লাগাতার আন্দোলনে রয়েছেন শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা। এছাড়া দেশের অন্তত ১৫টি জেলা শহরে ছাত্রলীগ-শিবির মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে। এই পরিস্থিতিতে দেশের উচ্চ শিক্ষায় চরম অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে।

গত ২৯ ডিসেম্বর নির্বাচনের রাতেই নিশ্চিত পরাজয় জেনে ঢাকা ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক হলগুলো ছেড়ে দেয় ছাত্রদল ও ছাত্রশিবির। ফলে অনায়াসে ক্যাম্পাসের দখল বুঝে নেয় ছাত্রলীগ। মহাজোট সরকার ক্ষমতায় আসার এক সপ্তাহের মাথায় ১২ জানুয়ারী অভ্যন্তরীণ কোন্দলের জের ধরে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপে প্রথম সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে। আধিপত্য বিস্তারকে কেন্দ্র করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে একাধিক সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। জানুয়ারীর মাঝামাঝি থেকে ঢাকাসহ দেশের বেশকিছু পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রদল-ছাত্রশিবিরসহ বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের সঙ্গে সংঘর্ষ দানা বাঁধে।

শঙ্কামুক্ত নয় রাবি

ছাত্রলীগ-ছাত্রশিবিরের মধ্যে গত শুক্রবারের ভয়াবহ সংঘর্ষে এক শিবির নেতা নিহত হওয়ার পর অনির্দিষ্টকালের জন্য রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ঘোষণা করে কর্তৃপক্ষ। খালি করে দেয়া হয় আবাসিক হলগুলো। গত শনিবার মহানগরীর প্রায় সব উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করা হয়। শিক্ষার্থীরা আশঙ্কা করছেন, বন্ধ এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে বড় ধরনের সেশনজট তৈরি হতে যাচ্ছে। এই প্রথম কোনো সংঘর্ষের ঘটনায় রাজশাহী মহানগরীর ৮টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান একসঙ্গে বন্ধ ঘোষণা করা হলো। অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার পরও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় শঙ্কামুক্ত নয় বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। কারণ ক্যাম্পাস সংলগ্ন বিনোদপুর ও আশপাশের এলাকায় ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের অবস্থান সুদৃঢ় রয়েছে। নিজস্ব মেস ও ভাড়া করা বাড়িতে ছাত্রশিবির ও ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা অবস্থান করছেন। ফলে ক্যাম্পাস খুললে আবারো দখল-পাল্টা দখল নিয়ে অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির আশঙ্কা রয়েছে। এদিকে অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণার পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে থমথমে পরিস্থিতি বিরাজ করছে। কিছু অফিসে কাজ চললেও ক্যাম্পাস ছিল প্রায় জনশূন্য।

পাল্টা দখলে রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের আশঙ্কা জাবিতে

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে দুটি ভয়াবহ সংঘর্ষসহ বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটে, যার সবক'টি ছাত্রলীগের অভ্যন্তরীণ কোন্দলের ফসল। প্রথম সংঘর্ষের পর ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় কমিটি জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের কার্যক্রমের ওপর স্থগিতাদেশ দেয়। তারপরও জাবি ক্যাম্পাসে সক্রিয় থাকে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপই। সর্বশেষ সংঘর্ষের পর বর্তমানে বন্দুকধারী সোহেল-জনি গ্রুপের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে ক্যাম্পাস। পুলিশের সহায়তায় আবাসিক হলগুলোর দখল নেয় তারা। অপরদিকে প্রায় ৪ শতাধিক নেতাকর্মী নিয়ে ক্যাম্পাসের বাইরে রয়েছে আজিবর-অয়ন গ্রুপ। বাইরে থাকা আজিবর-অয়ন গ্রুপ আবাসিক হলগুলো দখল নিয়ে যে কোন সময় হামলা করতে পারে। আজিবর-অয়ন গ্রুপ বলছে, আমরা প্রশাসনের কাছে নেতাকর্মীদের হলে থাকার ব্যবস্থা করে দেয়ার দাবি জানিয়েছি। তা বাস্তবায়ন না করলে আমরা নিজেরাই হলে ঢোকার চেষ্টা করব। এতে সংঘর্ষ বাধলে কিছু করার নেই। এদিকে দখলে থাকা সোহেল-জনি গ্রুপও হামলার ভয়ে আবাসিক হলগুলোতে নিয়মিত পাহারার ব্যবস্থা রেখেছে। সাধারণ ছাত্রদের দিয়ে তারা প্রতিটি হলের গেটে পাহারা রাখছে।

ঘটের বার্তা চাবিতে

গত মাসের মাঝামাঝি থেকে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা আবাসিক হলগুলোতে উঠতে শুরু করলে শিবিরের অবস্থান অনেকটাই নড়বড়ে হয়ে যায়। হলের অধিকাংশ কর্মী নিস্ক্রিয় হয়ে পড়ায় এখন সহাবস্থানের পরিবর্তে নিজেদের অবস্থান টিকিয়ে রাখতেই ব্যস্ত শিবির। ছাত্রলীগকে মোকাবিলায় শিবির ক্যাম্পাসে বহিরাগতকে জড়ো করছে বলে কয়েকটি সূত্রে জানা গেছে। দক্ষিণ চট্টগ্রামের সাতকানিয়া, লোহাগাড়া, উত্তর চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি, কক্সবাজারের চকরিয়া ও মহেশখালী থেকে ক্যাডারদের জড়ো করা হচ্ছে বলে জানা গেছে। ক্যাম্পাসের উত্তর ক্যাম্পাস, আবাসিক হল ও পার্শ্ববর্তী জোবরা গ্রামে এসব ক্যাডার রাখা হচ্ছে। বহিরাগত জড়ো করার পাশাপাশি অবৈধ অস্ত্রের মজুদ গড়ে তোলা হচ্ছে বলে জানিয়েছে একটি সূত্র।

এদিকে ক্যাম্পাসে এক মাসের জন্য রাজনৈতিক তৎপরতা নিষিদ্ধের সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের দাবি জানিয়েছে প্রগতিশীল ছাত্রজোটভুক্ত বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন।

ইবিতে ছাত্রলীগ-শিবিরের মধ্যে উত্তেজনা

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে সংঘর্ষের পর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে মুখোমুখি অবস্থানে রয়েছে ছাত্রলীগ ও ছাত্রশিবির। বিরাজ করছে চরম উত্তেজনা। পরিবেশ শান্তিপূর্ণ রাখতে গত শনিবার থেকে ক্যাম্পাসে বহিরাগতদের প্রবেশ নিষিদ্ধ করেছে কর্তৃপক্ষ। একই সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয়পত্র বহন করতে বলা হয়েছে। এরপরও দু'পক্ষই অবস্থান পাকা করতে প্রস্তুত রয়েছে বলে জানা গেছে।

জবিতেও উত্তেজনা

বর্তমান সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের হাতে নিয়মিত মার খাচ্ছে ছাত্রদল ও শিবিরকর্মীরা। গত শনিবারও ৫ ছাত্রদল কর্মী প্রহৃত হয়েছে। তাছাড়া অভ্যন্তরীণ কোন্দলের কারণে ছাত্রলীগ নিয়ন্ত্রণহীন হয়ে পড়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, যে কোন সময় জবি অস্থিতিশীল হয়ে উঠতে পারে।

পবিপ্রবিতে আরো সংঘর্ষের আশঙ্কা

পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ে তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্থানীয় ও বাইরের শিক্ষার্থীদের মধ্যে গত শনিবারের সংঘর্ষের পর এখনো উত্তেজনা বিরাজ করছে। আমাদের পটুয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক জানিয়েছেন, যে কোন সময় আবারো সংঘর্ষ হতে পারে।

ঢাকা পলিটেকনিক্যাল ইনস্টিটিউটে গত শনিবার রাতে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের মধ্যে এক ভয়াবহ সংঘর্ষে প্রায় ৩০ জন আহত হয়েছে। গতকাল পুলিশ ঘটনাস্থল থেকে বোমা, ধারালো অস্ত্র উদ্ধার করেছে।

রাজধানীর ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা কলেজে অনার্সে ভর্তি বাণিজ্য নিয়ে তুলকালাম শুরু হয়েছে। গত শনিবার ইডেন কলেজে ভর্তি বাণিজ্য নিয়ে ছাত্রলীগের হাতে এক শিক্ষিকা লাঞ্ছিত হয়েছেন। গতকালও এর রেশ ছিল। শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের মধ্য থেকে ভিসি নিয়োগের দাবিতে লাগাতার আন্দোলন করছে শিক্ষক, কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা। গত শুক্রবার সিলেট ওসমানী মেডিকেল কলেজ ক্যাম্পাসে স্বাধীনতা কাপ ক্রিকেট টুর্নামেন্ট চলাকালীন মাঠের খেলোয়াড়দের ওপর বহিরাগত সন্ত্রাসীদের হামলার প্রতিবাদে ক্লাস বর্জনসহ লাগাতার আন্দোলন করছে শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা।

এছাড়া জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকার বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, কক্সবাজার, বরিশাল, সিলেট, চাঁপাইনবাবগঞ্জসহ দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় কলেজে ছাত্রলীগ-ছাত্রশিবিরের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করছে।

বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বড় ধরনের সংঘর্ষের ঘটনা না ঘটলেও ছাত্রলীগের হাতে প্রতিদিন দুই-তিনজন করে ছাত্রদল ও ছাত্রশিবিরের নেতাকর্মী মার খাচ্ছে। ছাত্রদলের পরিসংখ্যান মতে, চার হাজারের মত শিক্ষার্থী হলে থাকতে পারছে না। এই পরিস্থিতিতে গত বুধবার ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ সভা থেকে ছাত্রলীগের সন্ত্রাস বন্ধ এবং ক্যাম্পাস ও হলে সহাবস্থান নিশ্চিত করাসহ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে ৬ দফা দাবি জানানো হয়। দাবি বাস্তবায়নের জন্য ছাত্রদল গতকাল (রোববার) ভিসির কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে। তাছাড়া আগামীকাল ক্যাম্পাসে বিক্ষোভ মিছিল, ১৯ মার্চ ভিসি অফিসে অবস্থান ধর্মঘট পালন করবে ছাত্রদল নেতাকর্মীরা। ২২ মার্চ নির্যাতিত ছাত্রদের নিয়ে সংবাদ সম্মেলন ও লিফলেট বিতরণ করা হবে, ২৩ মার্চ শিক্ষক-কর্মচারীদের সাথে মতবিনিময় করবে সংগঠনটি। ২৪ মার্চ আয়োজন করা হবে সংবাদ সম্মেলনের। এ সময়ের মধ্যে দাবি বাস্তবায়ন না হলে ২৯ মার্চ থেকে সর্বাত্মক ছাত্র ধর্মঘট পালন করা হবে। এরপরও দাবি পূরণ না হলে লাগাতার ছাত্র ধর্মঘটের মাধ্যমে দাবি আদায় করা হবে বলে জানিয়েছে ছাত্রদল নেতারা।

চবি দখলে নিতে সশস্ত্র প্রস্তুতি শিবির-ছাত্রলীগের

প্রতিপক্ষকে মোকাবিলায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রণপ্রস্তুতি নিচ্ছে শিবির ও ছাত্রলীগ। দু'পক্ষই ক্যাম্পাসে বিপুলসংখ্যক বহিরাগত ক্যাডার জড়ো করছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে। গড়ে তোলা হচ্ছে অবৈধ অস্ত্রের মজুদ। গত শুক্রবার রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগ ও শিবিরের সংঘর্ষে এক শিবির নেতা নিহত হওয়ার জের ধরে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে দুই সংগঠনের নেতা-কর্মীদের মধ্যে উত্তেজনা বিরাজ করলে আগামী এক মাসের জন্য ক্যাম্পাসে সব প্রকার রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড নিষিদ্ধ করে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন। বর্তমানে হলের ভেতরে শিবির এবং বাইরে ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীরা সশস্ত্র অবস্থান নিয়েছে। ক্ষমতার পটপরিবর্তনের পর গত সাত বছর ধরে ক্যাম্পাসের একক দখলদার শিবিরের অস্তিত্ব সংকটের মুখে পড়েছে। ক্যাম্পাস থেকে রাতারাতি হাওয়া হয়ে গেছে এক সময়কার সেই 'দাপুটে' শিবির ক্যাডাররা।